দৈনিক বাংলা

23 NOV 1995

তারিখ 23 1995
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

অর্জিত হয়েছে। চীনে ৭৪.৫%, মালয়েশিয়ায় ৭৭%, ইন্দোনেশিয়ায় ৭৭.১%, সিঙ্গাপুরে ৮৭%, ইরানে ৫৬%; এই হিসাব ১৯৯০ সালের। ইতিমধ্যে কয়েকটি দেশ 'সবার জন্য শিক্ষা'–এই লক্ষ্য অর্জন করেছে অথবা কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং দুই হাজার সাল নাগাদ এদের অনেকেই লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হারের হিসাব মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। দেশের এগারো কোটি জনমানুষের মোটামোটি এক চতুর্থাংশ সাক্ষর ঃ এ অবস্থা উন্নয়নের অনুকূলে নয়।

বাংলাদেশ এই সাক্ষরতার পরিস্থিতির পাশাপাশি প্রতি বছর নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৭২ থেকে ৮৭ পর্যন্ত সময়কালে লিখতে, পড়তে সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা বেড়েছে ৫৮ লাখ কিন্তু এই সময়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৯২ লাখ। প্রতি বৎসর নুতন দশজন সাক্ষরের বিপরিতে ৩৩ জন নুতন নিরক্ষর বেড়েছে।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতি, প্রাপ্ত তথ্য, জরিপ প্রতিবেদন এবং সর্বোপরি বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শিক্ষাক্রম, সম্পদের প্রাপ্যতা, শিক্ষাদান ব্যবস্থার আলোকে চিহ্নিত মৌল সমস্যাগুলি হচ্ছে ঃ

* গ্রামীন জনগোষ্ঠী, শহরের বস্তিবাসি, শারিরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি এবং গোড়াতেই স্কুল ত্যাগী জনসমষ্টির মধ্যে নিরক্ষরতার সমস্যা সবচেয়ে প্রকট।

* অন্তবর্তী ধরনের মানসিকতা এবং পদ্ধতিগত সার্বিক জাতীয় পরিকল্পনার অভাব।

* শিক্ষণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো।

* সরকার এবং এনজিওর সুসমন্বিত সম্পৃক্ততার অভাব।

* স্কুল গৃহ এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।

* শহর ও গ্রাম এলাকায় শিক্ষার সুযোগ–এর অসমতা।

* সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এমএসসি) ও পেরেন্ট টিচার্স এসোসিয়েশনের (পিটিএ) তৎপরতাহীনতার ফলে ঝড়ে পড়া পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি।

* শিক্ষাখাতে বরাদ্দ পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেলেও এর শতকরা হার বাড়েনি।

* শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরণ অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবী রাখলেও প্রাথমিক শিক্ষায় রাজস্ব বরাদ্দ–এর এক ভাগেরও কম অর্থ শিক্ষক প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় হয়। বরাদ্দের সিংহভাগে ব্যয় হয় প্রশাসনিক ও বেতনভাতা সংক্রান্ত খাতে।

* প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার বহুমুখী ধারা।

* প্রাথমিক স্তরে সরকারী ও এনজিও পরিচালিত আনুষ্ঠানিক উপানুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিন্ন কারিকুলাম–এর ও সিলেবাসের অনুপস্থিতি।

* মূলধারা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বৈষম্য সৃষ্টিকারী কিন্টার গার্ডেন ও প্রি–ক্যাডেট শিক্ষা ব্যবস্থা।

* শিক্ষার জন্য বাদ্য কর্মসূচীর ফলে কিছু স্কুলের ভর্তির হার বেড়েছে কিন্তু সে অনুপাতে ক্লাসে উপস্থিতির হার বাড়েনি। এ সম্পর্কিত সমীক্ষায় দেখা গেছে উচ্চ ভর্তির হার, উচ্চ উপস্থিতির হারকে নিশ্চিত করেনি।

* প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকৃত পঠন সময়ের স্বল্পতা।

* সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতার অভাব।

* সর্বোপরি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক এবং কর্মমুখী শিক্ষা সম্পৃক্ত না থাকার কারণে ঝরে পড়া পড়ুয়া পুণরায় নিরক্ষর হয়ে যায় এবং সমাজের বোঝা বাড়ায়।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তরুণগণই নতুন চিন্তাধারা বাস্তবায়নের ধারক ও বাহক, অসাধ্য সাধনে মোক্ষম শক্তি। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সাক্ষাতই মিলে যে, যুগে যুগে যুব সমাজের দ্বারাই সাধিত হয়েছে সভ্যতার অগ্রগতি। অনিয়ম ও কুসংস্কার এর নিগড় ভেঙ্গে এরাই সাধন করেছে বিপ্লব, প্রতিষ্ঠিত করেছে নব নব মূল্যবোধ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সবরকম পরিবর্তন এদের দ্বারাই সম্ভব। তাই যুব সমাজকে বলা হয় পরিবর্তনের হাতিয়ার বা যুগ স্রষ্টা। আমাদের ইতিহাস থেকে প্রমাণ মিলে এদেশের যুব সমাজ বিগত দিনগুলোতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ৫২–এর ভাষা আন্দোলন, ৬২–এর শিক্ষা আন্দোলন এবং ৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বের আসনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যোগ্যতার প্রমাণ দেখিয়েছে। কাজেই যুব

(১১–এর পৃঃ দ্রঃ)

বালাদেশে সাক্ষরতার চিত্র (১৯৯২)

৫+ বয়সীদের সাক্ষরতার শতকরা হার

	ছেলে মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
শহর	৫১.২	৫৮.৩	৪৩.৬
গ্রাম	২৯.১	৩১.০	১৬.৭
মোট	২৭.৮	৩৪.৬	২০.৩

১৫+ বয়সীদের সাক্ষরতার শতকরা হার

	কিশোর-কিশোরী	কিশোর	কিশোরী
শহর	৬১.৫	৭১.৫	৫০.৫
গ্রাম	২৯.৫	৩১.৬	১৮.৭
মোট	৩৩.৮	৪৪.০	২৯.৯

সকল বয়সের সাক্ষর জনসংখ্যার শতকরা হার

	পুরুষ–মহিলা	পুরুষ	মহিলা
শহর	৪৪.৯	৫১.৩	৩৮.১
গ্রাম	২০.৮	২৬.৫	১৪.১
মোট	২৪.৬	৩০.২	১৯.২

বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম এ ১৫+ বয়সের পুরুষ মহিলার সাক্ষরতার শতকরা হার

		১৯৭৮	১৯৮১	১৯৯১
শহর	পুরুষ	৬২.৫	৫৮.০	৭১.৫
	মহিলা	৩৩.১	৩৪.১	৫০.৫
	মোট	৪৮.১	৪৮.১	৬১.৫
গ্রাম	পুরুষ	৩৪.৬	৩৫.৪	৩৯.৬
	মহিলা	১২.১	১৫.৩	১৮.৭
	মোট	২৩.৪	২৫.৪	২৯.৫
বাংলাদেশ	পুরুষ	৩৭.২	৩৯.৭	৪৪.০
	মহিলা	১৩.২	১৮.০	২২.৯
	মোট	২৫.৮	২৯.২	৩৪.৬

সূত্র ঃ ব্যানবেইজ-১৯৯২ইং